এজরা

নির্বাসিতদের প্রত্যাগমন

১ পারস্য-রাজ সাইরাসের শাসনকালের প্রথম বর্ষে প্রভু, যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী
যেন সিদ্ধিলাভ করে, সেজন্য পারস্য-রাজ সাইরাসের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তিনি
নিজের রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এই হুকুম—লিখিত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেও—প্রচার করিয়ে দেন:
[২] ‘পারস্য-রাজ সাইরাস একথা বলছেন, স্বর্গেশ্বর প্রভু পৃথিবীর যত রাজ্য আমাকে মঞ্জুর করেছেন;
তিনি আমাকে এমন ভার দিয়েছেন, যেন আমি যুদায়, যেরুসালেমেই, তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে
তুলি। [৩] তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরমেশ্বরের গোটা জনগণের অঙ্গ, তার পরমেশ্বর তার সঙ্গে সঙ্গে
থাকুন! সে যুদায় সেই যেরুসালেমে গিয়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করুক:
তিনিই সেই পরমেশ্বর, যেরুসালেমে যাঁর বাসস্থান! [৪] যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, তারা যেইখানে
বাস করুক না কেন, তেমন জায়গাগুলোর লোকেরা যেরুসালেমে পরমেশ্বরের সেই গৃহের জন্য
স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া রুপো, সোনা, নানা জিনিসপত্র ও গবাদি পশু দিয়েও যেন তাদের সাহায্য
করে।’

[৫] তখন যুদা ও বেঞ্জামিনের পিতৃকুলপতিরা এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা—পরমেশ্বর যাদের
অন্তরে যেরুসালেমে প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করার জন্য সেখানে যাবার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন—তারা
সকলে যাত্রাপথে পা বাড়াল। [৬] তাদের প্রতিবেশী সমস্ত লোক সাধ্যমত তাদের সাহায্য করল:
স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া তারা সোনা-রুপোর নানা জিনিসপত্র এবং গবাদি পশু ও মূল্যবান
দান-সামগ্রীও তাদের হাতে দিল। [৭] নেবুকাদ্নেজার প্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র যেরুসালেম থেকে
বের করে তাঁর নিজের দেবালয়ে রেখেছিলেন, সাইরাস রাজা সেই সমস্ত কিছু বের করে ফিরিয়ে
দিলেন। [৮] সেই সমস্ত কিছু পারস্য-রাজ সাইরাস কোষাধ্যক্ষ মিত্রেদাতের হাতে তুলে দিলেন, আর
মিত্রেদাৎ যুদার জনপ্রধান শেশ্‌বাসারের হাতে তা বুঝিয়ে দিল। [৯] সেই সমস্ত কিছুর হিসাব এ:
সোনার থালা: ত্রিশ; রুপোর থালা: এক হাজার; ছুরি: ঊনত্রিশ; [১০] সোনার পানপাত্র: ত্রিশ;
রুপোর দুই নম্বর পানপাত্র: চারশ’ দশ; অন্য পাত্র-সামগ্রী: এক হাজার; [১১] সবসমেত পাঁচ হাজার
চারশ’টা সোনা-রুপোর পাত্র। নির্বাসিতদের বাবিলন থেকে যেরুসালেমে ফিরিয়ে আনার সময়ে
শেশ্‌বাসার এই সমস্ত জিনিসপত্র সঙ্গে করে আনলেন।

নির্বাসিতদের তালিকা

২ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যাদের দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে
প্রদেশের এই লোকেরা নির্বাসনের বন্দিদশা থেকে যাত্রা করে যেরুসালেমে ও যুদায় যে যার শহরে
ফিরে এল; [২] এরা জেরুব্বাবেল, যেশুয়া, নেহেমিয়া, সেরাইয়া, রেয়েলাইয়া, মোর্দেকাই, বিল্সান,
মিস্পার, বিগ্‌বাই, রেহুম ও বানার সঙ্গে ফিরে এল।

ইস্রায়েল জনগণের পুরুষ-সংখ্যা: [৩] পারোশের সন্তান: দু’হাজার একশ’ বাহাত্তরজন; [৪]
শেফাটিয়ার সন্তান: তিনশ’ বাহাত্তরজন; [৫] আরাহ্‌র সন্তান: সাতশ’ পঁচাত্তরজন; [৬]

পাহাৎ-মোয়াবের অর্থাৎ যেশুয়া ও যোয়াবের সন্তান: দু'হাজার আটশ' বারোজন; ৭ এলামের
সন্তান: এক হাজার দু'শো চুয়ান্নজন; ৮ জাত্তুর সন্তান: ন'শো পঁয়তাল্লিশজন; ৯ জাক্কাইয়ের সন্তান:
সাতশ' ষাটজন; ১০ বানির সন্তান: ছ'শো বিয়াল্লিশজন; ১১ বেবাইয়ের সন্তান: ছ'শো তেইশজন;
১২ আজগাদের সন্তান: এক হাজার দু'শো বাইশজন; ১৩ আদোনিকামের সন্তান: ছ'শো ছেষট্টিজন;
১৪ বিগ্‌বাইয়ের সন্তান: দু'হাজার ছাপ্পান্নজন; ১৫ আদিনের সন্তান: চারশ' চুয়ান্নজন; ১৬ আটেরের
অর্থাৎ হেজেকিয়ার সন্তান: আটানব্বইজন; ১৭ বেজাইয়ের সন্তান: তিনশ' তেইশজন; ১৮ যোরাহ্‌র
সন্তান: একশ' বারোজন; ১৯ হাসুমের সন্তান: দু'শো তেইশজন; ২০ গিব্বারের সন্তান:
পঁচানব্বইজন; ২১ বেথলেহেমের সন্তান: একশ' তেইশজন; ২২ নেটোফার লোক: ছাপ্পান্নজন; ২৩
আনাথোতের লোক: একশ' আটাশজন; ২৪ আস্‌মাবেতের সন্তান: বিয়াল্লিশজন; ২৫
কিরিয়াৎ-যেয়ারিম, কেফিরা ও বেয়েরোতের সন্তান: সাতশ' তেতাল্লিশজন; ২৬ রামা ও গেবার
সন্তান: ছ'শো একুশজন; ২৭ মিক্‌মাসের লোক: একশ' বাইশজন; ২৮ বেথেল ও আইয়ের লোক:
দু'শো তেইশজন; ২৯ নেবোর সন্তান: বাহান্নজন; ৩০ মাগবিশের সন্তান: একশ' ছাপ্পান্নজন; ৩১ অন্য
এলামের সন্তান: এক হাজার দু'শো চুয়ান্নজন; ৩২ হারিমের সন্তান: তিনশ' কুড়িজন; ৩৩ লোদ,
হাদিদ ও ওনোর সন্তান: সাতশ' পঁচিশজন; ৩৪ যেরিখোর সন্তান: তিনশ' পঁয়তাল্লিশজন; ৩৫
শেনায়ার সন্তান: তিন হাজার ছ'শো ত্রিশজন।

৩৬ যাজকবর্গ: যেশুয়া কুলের মধ্যে যেদাইয়ার সন্তান: ন'শো তিয়াত্তরজন; ৩৭ ইম্মেরের সন্তান:
এক হাজার বাহান্নজন; ৩৮ পাশ্‌হুরের সন্তান: এক হাজার দু'শো সাতচল্লিশজন; ৩৯ হারিমের সন্তান:
এক হাজার সতেরজন।

৪০ লেবীয়বর্গ: যেশুয়া ও কাদ্মিয়েল, বিন্নুই ও হোদাবিয়ার সন্তান: চুয়াত্তরজন।

৪১ গায়কবর্গ: আসাফের সন্তান: একশ' আটাশজন।

৪২ দ্বারপালদের সন্তানবর্গ: শাল্লুমের সন্তান, আটেরের সন্তান, টালমোনের সন্তান, আক্কুবের
সন্তান, হাটিটার সন্তান, শোবাইয়ের সন্তান: সবসমেত একশ' ঊনচল্লিশজন।

৪৩ নিবেদিতরা: সিহার সন্তান, হাসুফার সন্তান, টাব্বায়োতের সন্তান, ৪৪ কেরোসের সন্তান, সিয়ার
সন্তান, পাদোনের সন্তান, ৪৫ লেবানার সন্তান, হাগাবার সন্তান, আক্কুবের সন্তান, ৪৬ হাগাবের সন্তান,
শাল্লাইয়ের সন্তান, হানানের সন্তান, ৪৭ গিদ্দেলের সন্তান, গাহারের সন্তান, রেয়াইয়ার সন্তান, ৪৮
রেজিনের সন্তান, নেকোদার সন্তান, গাজামের সন্তান, ৪৯ উজ্জার সন্তান, পাসেয়াহ্‌র সন্তান,
বেসাইয়ের সন্তান, ৫০ আস্নার সন্তান, মেউনিমের সন্তান, নেফিসিমদের সন্তান, ৫১ বাক্‌বুকের সন্তান,
হাকুফার সন্তান, হারহুরের সন্তান, ৫২ বাস্লুতের সন্তান, মেহিদার সন্তান, হার্শার সন্তান, ৫৩ বার্কোসের
সন্তান, সিসেরার সন্তান, তেমাহ্‌র সন্তান, ৫৪ নেৎসিহার সন্তান, হাটিফার সন্তানেরা।

৫৫ সলোমনের দাসদের সন্তানবর্গ: সোটাইয়ের সন্তান, হাস্সোফেরেতের সন্তান, পেরুদার সন্তান,
৫৬ যালার সন্তান, দার্কোনের সন্তান, গিদ্দেলের সন্তান, ৫৭ শেফাটিয়ার সন্তান, হাটিট্‌লের সন্তান,
পোখেরেৎ-হাৎসেবাইমের সন্তান, আমির সন্তানেরা: ৫৮ নিবেদিতরা ও সলোমনের দাসদের
সন্তানবর্গ সবসমেত তিনশ' নিরানব্বইজন।

৫৯ তেল-মেলাহ্‌, তেল-হার্শা, খেরুব-আদ্দান ও ইম্মের, এই সকল জায়গা থেকে নিম্নলিখিত
লোকেরা এল, কিন্তু তারা ইস্রায়েলীয় কিনা, এবিষয়ে নিজ নিজ পিতৃকুল বা বংশের প্রমাণ দিতে

পারল না: ৬০ দেলাইয়ার সন্তান, তোবিয়াসের সন্তান, নেকোদার সন্তান: ছ'শো বাহান্নজন। ৬১
যাজক-সন্তানদের মধ্যে এরা: হোবাইয়ার সন্তান, হাক্কোসের সন্তান ও বার্সিল্লাইয়ের সন্তানেরা; এই
বার্সিল্লাই গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাইয়ের কন্যাদের মধ্যে একজনকে বিবাহ করে তাদের সেই নাম
নিয়েছিল; ৬২ বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত লোকদের মধ্যে এরা নিজ নিজ বংশতালিকা-পত্র খুঁজে
পেল না, এজন্য তারা যাজকত্ব থেকে পদচ্যুত হল। ৬৩ শাসনকর্তা তাদের হুকুম দিলেন, উরিম ও
তুম্মিমের অধিকারী এক যাজক দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন পরমপবিত্র কিছুই না খায়।
৬৪ একত্রীকৃত গোটা জনসমাবেশ সংখ্যায় ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ' ষাটজন লোক; ৬৫ উপরন্তু
ছিল তাদের দাস-দাসী: সাত হাজার তিনশ' সাঁইত্রিশজন; গায়ক ও গায়িকা: দু'শোজন। ৬৬
তাদের ঘোড়া: সাতশ' ছত্রিশ; খচ্চর: দু'শো পঁয়তাল্লিশ; ৬৭ উট: চারশ' পঁয়ত্রিশ; গাধা:
ছ'হাজার সাতশ' কুড়ি।
৬৮ যেরুসালেমে প্রভুর গৃহে এসে পৌঁছে পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কয়েকজন লোক পরমেশ্বরের
গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য দান করল, তা যেন তার আসল জায়গায় পুনর্নির্মিত হতে পারে। ৬৯
তাদের সামর্থ্য অনুসারে তারা নির্মাণ-ধনভাণ্ডারে এই সমস্ত কিছু দান করল: সোনা: একষট্টি
মুদ্রা; রুপো: এক মণ; যাজকীয় পোশাক: একশ'টা। ৭০ যাজকেরা, লেবীয়েরা, লোকদের মধ্যে
কোন কোন লোক, গায়কেরা, দ্বারপালেরা ও নিবেদিতরা যে যার শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি
করল।

উপাসনা-কর্মের পুনরারম্ভ

৩ ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই সকল শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করার পর সপ্তম মাস এসে
উপস্থিত হলে জনগণ যেন এক মানুষ হয়েই যেরুসালেমে সম্মিলিত হল। ২ তখন যোসাদাকের
সন্তান যেশুয়া ও তাঁর যাজক ভাইয়েরা এবং শেয়াল্টিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও তাঁর ভাইয়েরা
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদি পুনর্নির্মাণ কাজে হাত দিলেন, যেন পরমেশ্বরের মানুষ মোশীর
বিধানে লেখা বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁরা আহুতি দিতে পারেন। ৩ স্থানীয় লোকদের ভয়ে অভিভূত
হয়েও তাঁরা যজ্ঞবেদি তার আসল জায়গায় দাঁড় করালেন, এবং তার উপরে প্রভুর উদ্দেশে আহুতি
অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আহুতি দিতে লাগলেন। ৪ তাঁরা নির্ধারিত বিধি অনুসারে
পর্ণকুটির পর্ব পালন করলেন, এবং দৈনিক আহুতির জন্য প্রত্যেক দিনের নির্ধারিত সংখ্যা অনুসারে
বলি উৎসর্গ করলেন। ৫ পরবর্তীকালে তাঁরা দিলেন নিত্যাহুতি ও সেই সমস্ত বলি, যা অমাবস্যা
উপলক্ষে ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র সমস্ত পর্ব উপলক্ষে নিবেদন করার কথা; তাছাড়া যারা প্রভুর
উদ্দেশে স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য আনত, তাঁরা প্রত্যেকজনের নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। ৬ প্রভুর গৃহের ভিত্তি
তখনও স্থাপিত না হলেও, তবু সেই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিতে
আরম্ভ করলেন।
৭ তাঁরা পাথরকাটিয়ে ও ছুতোরদের টাকা দিলেন, এবং সিদোন ও তুরসের লোকদের খাদ্য,
পানীয় ও তেল দিলেন, তারা যেন সমুদ্রপথে লেবানন থেকে যাফায় এরসকাঠ আনে—তেমন কিছু
তাঁরা পারস্য-রাজ সাইরাসের অনুমতিক্রমেই করলেন।
৮ যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহের স্থানে আসবার পর দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় মাসেই শেয়াল্টিয়েলের

সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া, এবং তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য ভাই যাজক ও
লেবীয়েরা এবং যারা বন্দিদশা থেকে যেরুসালেমে ফিরে এসেছিল, তাঁরা সকলে কাজে হাত দিতে
লাগলেন; প্রভুর গৃহ নির্মাণকাজের দেখাশোনার জন্য তাঁরা কুড়ি বছর বয়সের ও তার ঊর্ধ্বে এমন
লেবীয়দেরই নিযুক্ত করলেন। ৯ যেশুয়া, তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর ভাইয়েরা, এবং কাদ্মিয়েল, বিন্নুই ও
হোদাবিয়া, এঁরা সকলে এক মানুষের মতই যেন একত্র হয়ে পরমেশ্বরের গৃহ নির্মাণকাজের
তত্ত্বাবধানের জন্য দাঁড়ালেন; তাদের লেবীয় সন্তানদের ও ভাইদের সঙ্গে হেনাদাদের সন্তানেরাও
তাই করল। ১০ গাঁথকেরা যখন প্রভুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করল, তখন ইস্রায়েল-রাজ দাউদের
বিধিমতে প্রভুর প্রশংসা করার জন্য যাজকেরা নিজ নিজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে তুরি নিয়ে এগিয়ে
এল, আসাফের সন্তান লেবীয়েরাও খঞ্জনি হাতে করে এগিয়ে এল। ১১ তারা পালাক্রমে প্রভুর
প্রশংসা ও স্তুতিগান করল, কারণ ইস্রায়েলের প্রতি *তিনি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী!* প্রভুর
গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল বলে গোটা জনগণ প্রভুর প্রশংসা করতে করতে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি
তুলল। ১২ তথাপি যাজকদের, লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক, অর্থাৎ যে বৃদ্ধেরা
আগেকার গৃহ দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের চোখের সামনে যখন এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হল,
তাঁরা জোরে কেঁদে ফেললেন; তবু অধিকাংশ লোক আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি তুলল। ১৩ এইভাবে
আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনি ও জনতার কান্নার সুর সূক্ষ্মভাবে নিশ্চিত করা আর সম্ভব হল না, কারণ
লোকের ভিড় এমন উচ্চকণ্ঠেই জয়ধ্বনি তুলছিল যে, তার শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

যুদার শত্রুদের প্রতিরোধ

৪ যখন যুদার ও বেঞ্জামিনের শত্রুরা শুনল যে, নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে মন্দির পুনর্নির্মাণ করছে, ২ তখন জেরুব্বাবেলকে ও পিতৃকুলপতিদের গিয়ে
বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমরাও গাঁথতে ইচ্ছা করি, কারণ তোমাদের মত আমরাও তোমাদের
পরমেশ্বরের অন্বেষণ করি। যিনি আমাদের এখানে এনেছিলেন, আসিরিয়া-রাজ সেই
এসারহাদ্দোনের সময় থেকে আমরা তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে আসছি।' ৩ কিন্তু
জেরুব্বাবেল, যেশুয়া ও ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি উত্তরে তাদের বললেন, 'আমাদের
পরমেশ্বরের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তোলার ব্যাপারে তোমরা যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তা উচিত
নয়। কেবল আমরাই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা গেঁথে তুলব, যেমনটি পারস্য-রাজ
সাইরাস আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।' ৪ তখন স্থানীয় লোকেরা যুদার লোকদের নিরাশ করতে ও
মন্দির-নির্মাণ ব্যাপারে তাদের বাধা দিতে লাগল। ৫ এমনকি তাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করার জন্য
তারা কোন কোন মন্ত্রীদের ঘুষ দিল; আর তারা পারস্য-রাজ সাইরাসের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপী ও
পারস্য-রাজ দারিউসের রাজত্বকাল পর্যন্ত তেমনটি করতে থাকল।

আহাসুয়েরোস ও আর্তাক্সারক্সিসের আমলে নানা অভিযোগ-পত্র

৬ আহাসুয়েরোসের রাজত্বকালে, তাঁর রাজত্বের আরম্ভকালেই, তারা যুদা ও
যেরুসালেম-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ-পত্র নিবেদন করল। ৭ পরে, পারস্য-রাজ
আর্তাক্সারক্সিসের সময়ে, বিশ্লাম, মিত্রেদাৎ, টাবেল ও তাদের অন্য সাথীরা পারস্য-রাজ
আর্তাক্সারক্সিসের কাছে এক পত্র লিখে পাঠাল; তা আরামীয় অক্ষরে ও আরামীয় ভাষায় লেখা

ছিল। ৮ রেহুম অমাত্য-প্রধান ও শিম্শাই কর্মসচিব যেরুসালেমের বিরুদ্ধে আর্তাক্সারক্সিস রাজার
কাছে এই পত্র লিখে পাঠাল: ৯ ‘রেহুম অমাত্য-প্রধান ও শিম্শাই কর্মসচিব ও তাদের সাথী অন্য
সকলে, যথা দিনীয়, আফার্সাৎখীয়, টার্পলীয়, আফার্সীয়, উরুখীয়, বাবিলনীয়, সুসীয়, দেহবীয়, ও
এলামীয় লোকেরা, ১০ এবং সেই সকল জাতি, মহামহিম সম্ভ্রান্ত আস্নাপ্পার যাদের দেশছাড়া করে
আনলেন এবং সামারিয়ার শহরগুলিতে ও [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারে বাকি সকল এলাকায়
বসালেন।’
১১ তারা তাঁর কাছে সেই যে পত্র পাঠাল, তার অনুলিপি এই: ‘আর্তাক্সারক্সিস রাজার সমীপে
[ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের আপনার দাসদের এই নিবেদন: ১২ ইহুদীরা আপনার কাছ থেকে
আমাদের এখানে যেরুসালেমে এসে সেই ধূর্ত ও বিদ্রোহিণী নগরী পুনর্নির্মাণ করছে, প্রাচীর পুনরায়
ওঠাচ্ছে ও ভিত্তিমূল মেরামত করছে। ১৩ অতএব মহারাজের কাছে এই নিবেদন: যদি এই নগরী
পুনর্নির্মাণ করা হয় ও তার প্রাচীর মেরামত করা হয়, তবে ওই লোকেরা কর, রাজস্ব ও মাশুল আর
দেবে না, এতে রাজ-সরকারের ক্ষতি হবে। ১৪ যেহেতু আমরা রাজপ্রাসাদের নুন খেয়ে থাকি,
সেজন্য মহারাজের প্রতি তেমন অপমান সহ্য করা আমাদের উচিত নয়, ফলে লোক পাঠিয়ে
মহারাজকে বিষয়টা জানিয়ে দিলাম। ১৫ আপনার পিতৃপুরুষদের ইতিহাস-পুস্তকে অনুসন্ধান করা
হোক; সেই ইতিহাস-পুস্তকে দেখে জানতে পারবেন, এই নগরী বিদ্রোহিণী এক নগরী, রাজাদের ও
প্রদেশগুলোর কাছে অনিষ্টের কারণ, এবং এই নগরীতে পুরাকাল থেকেই ওরা বিপ্লব করে আসছে।
এজন্যই নগরীটা বিনষ্ট হয়েছিল। ১৬ আমরা মহারাজকে একথা জানাচ্ছি যে, যদি এই নগরী
পুনর্নির্মাণ করা হয় ও তার প্রাচীর মেরামত করা হয়, তবে এর ফলে [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারে
আপনার কিছু অধিকার আর থাকবে না।’
১৭ রাজা এই উত্তর লিখে পাঠালেন: ‘রেহুম অমাত্য-প্রধান, শিম্শাই কর্মসচিব, সামারিয়া-নিবাসী
তাদের সাথীদের ও [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের অন্য লোকদের সমীপে: মঙ্গল! ১৮ তোমরা আমার
কাছে যে পত্র পাঠিয়েছ, তা আমার সম্মুখে স্পষ্টভাবেই পাঠ করা হয়েছে। ১৯ আমার আজ্ঞায়
অনুসন্ধান করা হল ও জানা গেল যে, এই নগরী পুরাকাল থেকে রাজদ্রোহ করে আসছিল ও তার
মধ্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটেইছে। ২০ যেরুসালেমে পরাক্রমী রাজারাও ছিলেন, যাঁরা [ইউফ্রেটিস]
নদীর ওপারের সমস্ত অঞ্চলের উপরে রাজত্ব করতেন এবং কর, রাজস্ব ও মাশুল আদায় করতেন।
২১ অতএব আদেশ কর, যেন সেই লোকেরা নির্মাণকাজ বন্ধ করে এবং আমি নতুন আজ্ঞা না দেওয়া
পর্যন্ত যেন সেই নগরী পুনর্নির্মাণ করা না হয়। ২২ সাবধান, একাজে শিথিল হয়ো না!
রাজ-সরকারের ক্ষতিকর অপচয় হবে কেন?’
২৩ রেহুমের, শিম্শাই কর্মসচিবের ও তাদের সাথী লোকদের কাছে আর্তাক্সারক্সিস রাজার এই পত্র
পাঠ হওয়ামাত্র তারা সঙ্গে সঙ্গে যেরুসালেমে ইহুদীদের কাছে গিয়ে অস্ত্রের জোরে তাদের
নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিল। ২৪ এইভাবে যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহের কাজ আপাতত বন্ধ করা
হল, এবং পারস্য-রাজ দারিউসের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে থাকল।

পরমেশ্বরের গৃহ-পুনর্নির্মাণ

৫ কিন্তু হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়া, এই দু’জন নবী যখন তাঁদের উপরে অধিষ্ঠিত ইস্রায়েলের

সেই পরমেশ্বরের নামে যুদা ও যেরুসালেমের ইহুদীদের কাছে বাণী দিতে লাগলেন, ২ তখন
শেয়াল্টিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া সঙ্গে সঙ্গে যেরুসালেমে
পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন, আর পরমেশ্বরের নবীরা তাঁদের সঙ্গে থেকে
তাঁদের সাহস দিতেন।

৩ সেসময়েই [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও তাঁদের
সাথীরা তাঁদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গৃহ ও নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে তোমাদের
কে আজ্ঞা দিয়েছে? ৪ আমরা তোমাদের বলছি, যারা এই গাঁথনি দিচ্ছে, তাদের নাম কি?' ৫ কিন্তু
ইহুদীদের প্রবীণদের উপরে তাঁদের পরমেশ্বরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তাই দারিউসের কাছে
নিবেদন-পত্র উপস্থাপন না করা পর্যন্ত, এবং এই ব্যাপারে আবার পত্র না আসা পর্যন্ত কাজ বন্ধ
রাখতে ওঁরা তাঁদের বাধ্য করলেন না।

৬ [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও [ইউফ্রেটিস] নদীর
ওপারের তাঁদের সাথী সেই রাজকর্মচারীরা দারিউস রাজার কাছে যে পত্র লিখে পাঠালেন, তার
অনুলিপি এই। ৭ তাঁরা এই প্রতিবেদন-পত্র পাঠালেন, 'মহারাজ দারিউসের অগাধ মঙ্গল! ৮
মহারাজের সমীপে আমাদের নিবেদন: আমরা যুদা প্রদেশে, মহান পরমেশ্বরের সেই গৃহে গিয়েছি;
তা প্রকাণ্ড পাথরে পুনর্নির্মিত হচ্ছে, ও তার দেওয়ালে কাঠ বসানো হচ্ছে; একাজ সযত্নেই চলছে ও
তাদের হাতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ৯ আমরা এই বলে সেই প্রবীণবর্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, এই
গৃহ ও নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে তোমাদের কে আজ্ঞা দিয়েছে? ১০ আর আমরা আপনাকে
অবগত করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রধান লোকদের নাম লিখে নেবার জন্য তাদের নামও জিজ্ঞাসা
করলাম। ১১ তারা আমাদের এই উত্তর দিল, স্বর্গমর্তের পরমেশ্বর যিনি, আমরা তাঁরই দাস; আর
এই যে গৃহ পুনর্নির্মাণ করছি, এ বহু বছর আগেই নির্মাণ করা হয়েছিল, ইস্রায়েলের একজন মহান
রাজাই তা নির্মাণ করেছিলেন ও শেষ করেছিলেন। ১২ পরে আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্বর্গেশ্বরকে ক্ষুব্ধ
করায় তিনি তাদের বাবিলন-রাজ কাল্দীয় নেবুকাদ্নেজারের হাতে তুলে দেন। তিনি এই গৃহ ধ্বংস
করেন ও জনগণকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যান। ১৩ কিন্তু বাবিলন-রাজ সাইরাসের প্রথম
বর্ষে সাইরাস রাজা পরমেশ্বরের এই গৃহ পুনর্নির্মাণ করতে আজ্ঞা করলেন। ১৪ উপরন্তু,
নেবুকাদ্নেজার পরমেশ্বরের গৃহের যে সকল সোনা-রুপোর পাত্র যেরুসালেমের মন্দির থেকে বের
করে বাবিলনের মন্দিরে রেখেছিলেন, সাইরাস রাজা সেই সকল পাত্র বাবিলনের মন্দির থেকে বের
করে শেশ্‌বাসার নামে এমন একজনের হাতে তুলে দিলেন, যাঁকে তিনি শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত
করেছিলেন; ১৫ তাঁকে বললেন, তুমি এই সকল পাত্র যেরুসালেমের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সেখানে
রাখ, এবং এমনটি কর, যেন পরমেশ্বরের গৃহ তার আসল স্থানে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১৬ তখন সেই
শেশ্‌বাসার এসে যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলেন, আর সেসময় থেকে এখনও
পর্যন্ত গাঁথনির কাজ চলে আসছে, তবু শেষ হয়নি। ১৭ অতএব এখন যদি মহারাজের ভাল মনে হয়,
তবে সাইরাস রাজা যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করার আজ্ঞা দিয়েছেন কিনা,
ব্যাপারটা মহারাজের ওই বাবিলনের দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে অনুসন্ধান করা হোক; পরে
মহারাজের সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে বলে পাঠানো হোক।'

৬ তখন দারিউসের আজ্ঞামত বাবিলনে দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে রাখা পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করা

হল, ২ আর মেদীয় প্রদেশের রাজপুরী এক্‌বাতানায় একটা খাতা পাওয়া গেল; তাতে লেখা ছিল:
'স্মরণার্থে: ৩ সাইরাস রাজার প্রথম বর্ষে সাইরাস রাজা যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই
আজ্ঞা জারি করলেন: গৃহটি যজ্ঞবলির স্থান বলে নির্মিত হোক; তার ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হোক;
তার উচ্চতা ষাট হাত ও বিস্তার ষাট হাত হোক। ৪ তা তিন তিন সারি প্রকাণ্ড পাথরে ও এক এক
সারি নতুন কড়িকাঠে গাঁথা হোক। সমস্ত খরচ রাজপ্রাসাদ দ্বারা বহন করা হোক। ৫ উপরন্তু
পরমেশ্বরের গৃহের সোনা-রুপোর যে সকল পাত্র নেবুকাদ্নেজার যেরুসালেমের গৃহ থেকে তুলে
বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, সেই সমস্তও ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এবং প্রত্যেক পাত্র যেরুসালেমের
গৃহে আবার নিজ নিজ স্থানে এনে পরমেশ্বরের গৃহে রাখা হোক। ৬ অতএব, হে [ইউফ্রেটিস] নদীর
ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের তোমাদের সাথী
সেই রাজকর্মচারীরা, তোমরা এখন সেখান থেকে দূরে থাক। ৭ পরমেশ্বরের সেই গৃহ নির্মাণকাজ
চলতে দাও; ইহুদীদের শাসনকর্তা ও ইহুদীদের প্রবীণেরা পরমেশ্বরের সেই গৃহ তার আসল স্থানে
পুনর্নির্মাণ করুক। ৮ পরমেশ্বরের সেই গৃহের গাঁথনির জন্য তোমরা ইহুদীদের প্রবীণদের কেমন
সহযোগিতা দান করবে, সেবিষয়ে আমার আজ্ঞা এই: রাজার ধন থেকে, অর্থাৎ [ইউফ্রেটিস] নদীর
ওপারের রাজকর থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই লোকদের কাছে ব্যয় অনুযায়ী অর্থ অবিরতই
সরবরাহ করা হোক। ৯ তাদের যা কিছু প্রয়োজন, অর্থাৎ স্বর্গেশ্বরের উদ্দেশে আহুতি দেবার জন্য
বাছুর, ভেড়া ও মেষশাবক এবং গম, লবণ, আঙুররস ও তেল যেরুসালেমের যাজকদের নির্দেশ
অনুসারে অবাধে দিন দিন তাদের দেওয়া হোক, ১০ যেন তারা স্বর্গেশ্বরের উদ্দেশে সুরভিত অর্ঘ্য
উৎসর্গ করতে পারে, এবং রাজার ও তাঁর সন্তানদের জীবনের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। ১১ আমি
আরও আজ্ঞা করছি: যে কেউ আমার একথার অন্যথা করবে, তার ঘর থেকে একটা কড়িকাঠ বের
করে সেই কাঠে তাকে তুলে টাঙানো হোক, আর সেই অপরাধের কারণে তার ঘর সারের ঢিপি করা
হোক। ১২ আর যে কোন রাজা বা প্রজা এর অন্যথা করে যেরুসালেমে পরমেশ্বরের সেই গৃহ বিনাশ
করার জন্য হস্তক্ষেপ করবে, পরমেশ্বর—যিনি সেই স্থানে তাঁর আপন নাম অধিষ্ঠিত করেছেন—
তিনি তাকে নিশ্চিহ্ন করুন। আমি দারিউস এই আজ্ঞা জারি করলাম: তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন
করা হোক!'

১৩ তখন নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও তাঁদের সাথীরা দারিউস
রাজার দেওয়া আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলেন। ১৪ নবী হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়ার
বাণীর প্রেরণায় ইহুদীদের প্রবীণেরা নির্মাণকাজে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চললেন; তাঁরা
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের আজ্ঞামত এবং পারস্য-রাজ সাইরাস, দারিউস ও আর্তাক্সারক্সিসের
আদেশমত সমস্ত নির্মাণকাজ সমাধা করলেন। ১৫ দারিউস রাজার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে আদার
মাসের তৃতীয় দিনে এই গৃহ নির্মাণ পূর্ণতা লাভ করল।

১৬ তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও নির্বাসন থেকে ফিরে আসা যত লোক,
সকলে মিলে সানন্দে পরমেশ্বরের এই গৃহের উৎসর্গ-পর্ব উদ্‌যাপন করল। ১৭ পরমেশ্বরের এই
গৃহের উৎসর্গ-অনুষ্ঠানে তারা একশ'টা বৃষ, দু'শোটা মেষ, চারশ'টা মেষশাবক নিবেদন করল;
তাছাড়া সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে বারোটা ছাগও
নিবেদন করল। ১৮ তারপর যেরুসালেমে পরমেশ্বরের পরিচর্যার জন্য তারা যাজকদের তাদের শ্রেণি

অনুসারে ও লেবীয়দের তাদের পালা অনুসারে নিযুক্ত করল, যেমনটি মোশীর পুস্তকে লেখা আছে।

৫১৫ সালে পাস্কাপর্ব পালন

[১৯] নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কা পালন করল। [২০]
যাজকেরা ও লেবীয়েরা যেন এক মানুষ হয়েই সকলে মিলে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করেছিল:
সকলেই শুচি ছিল, তাই তারা নির্বাসন থেকে ফিরে আসা সমস্ত লোকদের জন্য, তাদের ভাই
যাজকদের জন্য ও নিজেদের জন্য পাস্কাবলি উৎসর্গ করল। [২১] যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল
এবং যারা স্থানীয় বিজাতীয়দের অশুচিতা থেকে নিজেদের পৃথক করে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর
অন্বেষায় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, সেই সমস্ত ইস্রায়েলীয়েরা পাস্কাভোজে অংশ নিল। [২২] তারা
সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি উৎসব আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করল, কারণ প্রভু এতেই তাদের
আনন্দিত করেছিলেন যে, তিনি আসিরিয়ার রাজার মন তাদের পক্ষে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যার ফলে
তারা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, সেই পরমেশ্বরের গৃহ স্থির হাতে গেঁথে তুলতে পেরেছিল।

শাস্ত্রী এজরা

৭ এই সমস্ত ঘটনার পর পারস্য-রাজ আর্তাক্সারক্সিসের রাজত্বকালে সেরাইয়ার সন্তান এজরা
বাবিলন থেকে রওনা হলেন। সেই সেরাইয়া আজারিয়ার সন্তান, আজারিয়া হিল্কিয়ার সন্তান, [২]
হিল্কিয়া শাল্লুমের সন্তান, শাল্লুম সাদোকের সন্তান, সাদোক আহিটুবের সন্তান, [৩] আহিটুব আমারিয়ার
সন্তান, আমারিয়া আজারিয়ার সন্তান, আজারিয়া মেরাইওতের সন্তান, [৪] মেরাইওৎ জেরাহিয়ার
সন্তান, জেরাহিয়া উজ্জির সন্তান, উজ্জি বুক্কির সন্তান, [৫] বুক্কি আবিসুয়ার সন্তান, আবিসুয়া
ফিনেয়াসের সন্তান, ফিনেয়াস এলেয়াজারের সন্তান, এলেয়াজার প্রধান যাজক আরোনের সন্তান। [৬]
এই এজরা বাবিলন থেকে রওনা হলেন। তিনি মোশীর বিধানে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া
বিধানের বিষয়ে পন্ডিত শাস্ত্রী ছিলেন; আর তাঁর উপরে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর হাত ছিল বিধায় রাজা
তাঁর সমস্ত যাচনা মঞ্জুর করেছিলেন। [৭] আর্তাক্সারক্সিস রাজার সপ্তম বর্ষে একদল ইস্রায়েল সন্তান,
যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল ও নিবেদিতরাও যেরুসালেমের দিকে রওনা হল। [৮] রাজার ওই
সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে এজরা যেরুসালেমে এসে পৌঁছলেন। [৯] বাবিলন থেকে যাত্রার আরম্ভ তিনি
প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্থির করেছিলেন, এবং তাঁর পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত তাঁর উপরে ছিল
বিধায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে যেরুসালেমে এসে উপস্থিত হলেন। [১০] কেননা প্রভুর বিধান
পালন করার জন্য ও ইস্রায়েলে যত বিধি ও নিয়মনীতি শেখাবার জন্য এজরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে
প্রভুর বিধান অধ্যয়নে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন।

আর্তাক্সারক্সিসের পত্র

[১১] প্রভুর আদেশবাণী ও ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বিধি-শাস্ত্রী সেই এজরা যাজককে আর্তাক্সারক্সিস
রাজা যে পত্র দিয়েছিলেন, তার অনুলিপি এই: [১২] 'রাজাধিরাজ আর্তাক্সারক্সিস, স্বর্গেশ্বরের বিধানের
শাস্ত্রবিদ এজরা যাজকের সমীপে: মঙ্গল! [১৩] আমি এই আদেশ জারি করছি যে, আমার রাজ্যের
মধ্যে ইস্রায়েল জাতির যত লোক, তাদের যত যাজক ও লেবীয় যেরুসালেমে যাবে বলে স্বেচ্ছায়
সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা তোমার সঙ্গে যেতে পারে। [১৪] কারণ তুমি রাজা ও তাঁর সাত মন্ত্রী দ্বারা

এজন্যই প্রেরিত, যেন তোমার পরমেশ্বরের যে বিধানে তুমি পণ্ডিত, যুদা ও যেরুসালেমে তা কেমন
করে পালিত হচ্ছে, এবিষয় তদন্ত করতে পার। ১৫ তাছাড়া, যেরুসালেমে যাঁর আবাস, ইস্রায়েলের
সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য রূপে যে সোনা-রুপো দিয়েছেন, ১৬
এবং তুমি বাবিলনের সমস্ত প্রদেশে যত সোনা-রুপো পেতে পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা
যেরুসালেমে তাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য-রূপে যা যা নিবেদন করে, সেই সমস্ত
কিছু তুমি সেখানে নিয়ে যাবে। ১৭ সুতরাং এই সমস্ত অর্থ দ্বারা তুমি বৃষ, ভেড়া, মেষশাবক ও
তাদের সংক্রান্ত খাদ্য ও পানীয় নৈবেদ্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সযত্নে কিনে নিয়ে, যেরুসালেমে
যাঁর আবাস, তোমাদের সেই পরমেশ্বরের গৃহের যজ্ঞবেদিতে তা উৎসর্গ করবে। ১৮ যত
সোনা-রুপো বেঁচে থাকবে, তা নিয়ে তুমি ও তোমার ভাইয়েরা যা ভাল মনে কর, সেইমত করবে।
১৯ তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য যে পাত্র-সামগ্রী তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তা যেরুসালেমের
পরমেশ্বরের সামনেই সঁপে দেবে। ২০ তাছাড়া তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য আর যা কিছু
দরকার, এবং যা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার, সেই সমস্ত কিছুও রাজভাণ্ডারের খরচেই যোগাড়
করবে।

২১ আমি, আর্তাক্সারক্সিস রাজা, আমি [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের সকল কোষাধ্যক্ষকে আদেশ
দিচ্ছি: স্বর্গেশ্বরের বিধানে পণ্ডিত এই এজরা যাজক তোমাদের কাছে যা কিছু চাইবেন, তা যেন
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হয়—২২ একশ' তলন্ত রুপো, একশ' মণ গম, পাঁচশ' লিটার আঙুররস,
পনেরো মণ তেল পর্যন্ত; লবণের কোন মাত্রা নেই। ২৩ স্বর্গেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে যা করার, তা
স্বর্গেশ্বরের গৃহের জন্য সূক্ষ্মরূপেই করা হোক, পাছে রাজার ও তাঁর সন্তানদের রাজ্যের উপরে ক্রোধ
নেমে আসে। ২৪ উপরন্তু তোমাদের কাছে এই আদেশও দেওয়া হচ্ছে: সেই পরমেশ্বরের গৃহের
যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল, নিবেদিত ও দাসদের মধ্যে কারও কাছ থেকে কর বা রাজস্ব বা
শুল্ক আদায় করা বিধেয় নয়। ২৫ আর তোমার ক্ষেত্রে, হে এজরা, তোমার পরমেশ্বরের যে প্রজ্ঞার
তুমি অধিকারী, সেই প্রজ্ঞাগুণে [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের সমস্ত জনগণের পক্ষে বিচার অনুশীলন
করার জন্য, অর্থাৎ যারা তোমার পরমেশ্বরের বিধান জানে, তাদেরই জন্য শাসনকর্তা ও বিচারক
নিযুক্ত কর; এবং যারা তা জানে না, সেবিষয়ে তাদের শিক্ষা দাও। ২৬ যে কেউ তোমার পরমেশ্বরের
বিধান ও রাজার বিধান মেনে চলে না, ইতস্তত না করে তাদের শাসন করা হোক—তা প্রাণদণ্ড
হোক, বা নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি বা কারাদণ্ড হোক।'

এজরার যেরুসালেম যাত্রা

২৭ ধন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি যেরুসালেমে প্রভুর গৃহ সৌন্দর্যমণ্ডিত
করতে রাজার হৃদয়ে তেমন প্রেরণা জাগালেন! ২৮ তিনিই রাজার, তাঁর মন্ত্রীদের ও রাজার সবচেয়ে
প্রধান কর্মচারীদের কাছে আমাকে কৃপার পাত্র করলেন। আমার পরমেশ্বর প্রভুর হাত আমার উপরে
ছিল বিধায় আমি সাহস পেয়ে ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের সংগ্রহ করলাম, যারা আমার সঙ্গে যাত্রা
করবে।

৮ আর্তাক্সারক্সিস রাজার রাজত্বকালে যে পিতৃকুলপতিরা আমার সঙ্গে বাবিলন থেকে রওনা হলেন,
তাঁদের নাম ও বংশতালিকা এই।

২ ফিনেয়াসের সন্তানদের মধ্যে গের্শোন, ইথামারের সন্তানদের মধ্যে দানিয়েল, দাউদের
সন্তানদের মধ্যে শেখানিয়ার বংশজাত হাটুশ, ৩ পারোশের সন্তানদের মধ্যে জাখারিয়া ও তাঁর সঙ্গে
একশ’ পঞ্চাশজন তালিকাভুক্ত পুরুষ। ৪ পাহাৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে জেরাহিয়ার সন্তান
এলিওয়েনাই ও তাঁর সঙ্গে দু’শোজন পুরুষ, ৫ জাত্তুর সন্তানদের মধ্যে যাহাজিয়েলের সন্তান
শেখানিয়া ও তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশজন পুরুষ, ৬ আদিনের সন্তানদের মধ্যে যোনাথানের সন্তান এবেদ ও
তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশজন পুরুষ, ৭ এলামের সন্তানদের মধ্যে আথালিয়ার সন্তান যেসাইয়া ও তাঁর সঙ্গে
সত্তরজন পুরুষ, ৮ শেফাটিয়ার সন্তানদের মধ্যে মিখায়েলের সন্তান জেবাদিয়া ও তাঁর সঙ্গে আশিজন
পুরুষ, ৯ যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে যেহিয়েলের সন্তান ওবাদিয়া ও তাঁর সঙ্গে দু’শো আঠারজন
পুরুষ, ১০ বানির সন্তানদের মধ্যে যোসিফিয়ার সন্তান শেলোমিৎ ও তাঁর সঙ্গে একশ’ ষাটজন পুরুষ,
১১ বেবাইয়ের সন্তানদের মধ্যে বেবাইয়ের সন্তান জাখারিয়া ও তাঁর সঙ্গে আটাশজন পুরুষ, ১২
আজ্গাদের সন্তানদের মধ্যে হাকাটানের সন্তান যোহানান ও তাঁর সঙ্গে একশ’ দশজন পুরুষ, ১৩
আদোনিকামের কনিষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন যাঁদের নাম এলিফেলেট, যেইয়েল ও শেমাইয়া ও
তাঁদের সঙ্গে ষাটজন পুরুষ, ১৪ বিগ্‌বাইয়ের সন্তানদের মধ্যে জাবুদের সন্তান উথাই ও তাঁর সঙ্গে
ষাটজন পুরুষ।

১৫ আমি তাঁদের সেই নদীর কাছে সংগ্রহ করলাম, যা আহাবার দিকে বয়ে যায়; আর সেখানে
শিবির বসিয়ে আমরা তিন দিন রইলাম। লোকদের ও যাজকদের সংখ্যা পরীক্ষা করে আমি তাদের
মধ্যে লেবি-সন্তানদের কাউকেই দেখতে পেলাম না। ১৬ তখন আমি এলিয়েজের, আরিয়েল,
শেমাইয়া, এল্নাথান, যারিব, নাথান, জাখারিয়া, মেশুল্লাম এই সকল প্রধান লোককে, এবং
যোইয়ারিব ও এল্নাথান এই দু’জন বিধান-শিক্ষককে ডাকতে পাঠিয়ে ১৭ কাসিফিয়া নামে জায়গার
প্রধান লোক ইদ্দোর কাছে তাঁদের পাঠালাম; তাঁকে কী বলতে হবে, আমি নিজে তা তাঁদের বলে
দিলাম, অর্থাৎ তাঁরা কাসিফিয়া নামে জায়গার প্রধান লোক ইদ্দোকে ও তাঁর ভাই নিবেদিতদের
এমনটি বলবে যেন তাঁরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য আমাদের পক্ষে নানা সেবক যোগাড়
করেন। ১৮ পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত আমাদের উপরে ছিল বিধায় তাঁরা আমাদের কাছে ইস্রায়েলের
সন্তান লেবির বংশজাত মাহ্লির সন্তানদের মধ্যে সুবিবেচক একজনকে, অর্থাৎ শেরেবিয়াকে ও তাঁর
সন্তান ও ভাইয়েরা, সবসমেত আঠারজনকে পাঠালেন; ১৯ উপরন্তু হাসাবিয়াকে ও তাঁর সঙ্গে
মেরারি-সন্তানদের মধ্য থেকে যেসাইয়াকে ও তাঁর ভাইদের ও সন্তানদেরও—সবসমেত কুড়িজনকে
পাঠালেন। ২০ আরও, দাউদ ও সমাজনেতারা যাদের লেবীয়দের সেবাকাজের জন্য নিযুক্ত
করেছিলেন, সেই নিবেদিতদের মধ্য থেকে তাঁরা দু’শো কুড়িজনকেও পাঠালেন। তাদের সকলের
নাম তালিকাভুক্ত হল।

২১ আমাদের জন্য ও আমাদের ছেলেমেয়েদের ও সমস্ত সম্পত্তির জন্য শুভযাত্রা যাচনা করার
অভিপ্রায়ে ও আমাদের পরমেশ্বরের সামনে নিজেদের অবনমিত করার ইচ্ছায় আমি সেই জায়গায়,
আহাবা নদীর ধারে, উপবাস ঘোষণা করলাম। ২২ কেননা পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য
করার জন্য রাজার কাছে এক দল সৈন্য বা অশ্বারোহী চাইতে আমার লজ্জা বোধ হয়েছিল; আসলে
আমরা রাজাকে একথা বলেছিলাম: যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, তাঁর হাত মঙ্গলের জন্য
তাদের প্রত্যেকজনের উপরেই আছে, কিন্তু যারা তাঁকে ত্যাগ করে, তাঁর পরাক্রম ও ক্রোধ সেই

সকলের বিরুদ্ধে। ২৩ তাই আমরা উপবাস পালন করলাম ও আমাদের পরমেশ্বরের কাছে সেই
বিষয়ে যাচনা করলাম, আর তিনি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।
২৪ পরে আমি প্রধান যাজকদের মধ্যে বারোজনকে, তথা শেরেবিয়া, হাসাবিয়া ও তাঁদের সঙ্গে
তাঁদের দশজন ভাইকে বেছে নিলাম; ২৫ রাজা, তাঁর মন্ত্রীরা, জনপ্রধানেরা ও সেখানে উপস্থিত সকল
ইস্রায়েলীয়েরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য উপহার বলে যে রুপো, সোনা ও পাত্র
দিয়েছিলেন, ওঁদের কাছে তা ওজন করে দিলাম। ২৬ আমি ছ'শো পঞ্চাশ বাট রুপো, একশ' বাট
রুপোর পাত্র, একশ' বাট সোনা, ২৭ এক হাজার দারিকোন মূল্যের কুড়িটা সোনার পাত্র এবং
সোনার মত বহুমূল্য উজ্জ্বল তামার দু'টো পাত্র ওজন করে তাঁদের হাতে দিলাম। ২৮ তাঁদের
বললাম, তোমরা প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত, এই পাত্রগুলোও পবিত্রীকৃত, এবং এই রুপো ও সোনা
তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে দেওয়া স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য। ২৯ সুতরাং তোমরা
যেরুসালেমে প্রভুর গৃহের কামরায় প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের
কাছে যতদিন তা ওজন করে না দেবে, ততদিন সতর্ক হয়েই তা রক্ষা করবে। ৩০ তখন যাজকেরা
ও লেবীয়েরা যেরুসালেমে আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে সেইসব কিছু নিয়ে যাবার জন্য, সেই ওজন
করা রুপো, সোনা ও পাত্র নিয়ে নিজেদের কাছে রাখল।
৩১ প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে আমরা যেরুসালেমে যাবার জন্য আহাবা নদী থেকে রওনা হলাম;
আমাদের পরমেশ্বরের হাত আমাদের উপরে ছিল: তিনি পথে শত্রুদের ও দস্যুদের হাত থেকে
আমাদের উদ্ধার করলেন। ৩২ আমরা যেরুসালেমে এসে উপস্থিত হয়ে তিন দিন বিশ্রাম করলাম। ৩৩
চতুর্থ দিনে সেই সোনা-রুপো ও পাত্রগুলো আমাদের পরমেশ্বরের গৃহে উরিয়ার সন্তান মেরেমোৎ
যাজকের হাতে ওজন করে দেওয়া হল; তার সঙ্গে ছিল ফিনেয়াসের সন্তান এলেয়াজার, ও তাদের
সঙ্গে যেশুয়ার সন্তান যোসাবাদ ও বিন্নুইয়ের সন্তান নোয়াদিয়া, এই দু'জন লেবীয় ছিল। ৩৪ সবকিছু
গণনা ও ওজন অনুসারে ছিল; সেই সবকিছুর সর্বমোট ওজন লিপিবদ্ধ করা হল।
সেসময়ে ৩৫ যে নির্বাসিত লোকেরা বন্দিদশা থেকে ফিরে এল, তারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের
উদ্দেশে আহুতি দিতে চাইল: গোটা ইস্রায়েলের জন্য বারোটা বৃষ, ছিয়ানব্বইটা ভেড়া, সাতাত্তরটা
মেষশাবক ও পাপার্থে বলিরূপে বারোটা ছাগ—এই সমস্ত পশু ছিল প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলি। ৩৬
তারা রাজপ্রতিনিধি ক্ষিতিপালদের কাছে ও [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের প্রদেশপালদের কাছে
রাজার আজ্ঞাপত্র তুলে দিল; তখন তাঁরা জনগণকে ও পরমেশ্বরের গৃহকে সহায়তা দান করলেন।

বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন বাতিল

৯ এই সমস্ত কাজ সমাধা হলে পর অধ্যক্ষেরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; তাঁরা বললেন,
'স্থানীয় লোকদের যত জঘন্য প্রথা সত্ত্বেও, তাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়,
যেবুসীয়, আম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিশরীয় ও আমোরীয়দের কাছ থেকে ইস্রায়েল জনগণ, যাজকেরা
ও লেবীয়েরা নিজেদের পৃথক করেনি, ২ বরং তারা নিজেরা ও তাদের ছেলেরা তাদের মেয়েদের
বিবাহ করেছে; এইভাবে তারা পবিত্র বংশটিকে নানা স্থানীয় জাতিগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে
কলুষিত করেছে; এমনকি শাসনকর্তারা ও বিচারকেরাই সকলের আগে আগে এই অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত
হয়েছেন!' ৩ একথা শুনে আমি আমার পোশাক ও চাদর ছিঁড়ে ফেললাম, আমার মাথার চুল ও দাড়ি

উপড়িয়ে ফেললাম, এবং শেষে বিষণ্ন মনে বসে রইলাম। ৪ নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের
এই অবিশ্বস্ততার বিষয়ে যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের বাণীর জন্য কম্পিত ছিল, তারা আমার কাছে
এসে সমবেত হল, এবং আমি সান্ধ্য বলিদানের সময় পর্যন্ত বিষণ্ন মনে বসে রইলাম।
৫ সান্ধ্য বলিদানের সময়ে আমি তেমন গ্লানির অবস্থা কাটিয়ে আমার সেই ছিঁড়ে ফেলা পোশাক ও
চাদরেই নতজানু হয়ে আমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে হাত বাড়ালাম; ৬ বললাম, 'হে আমার
পরমেশ্বর, আমি লজ্জিত! তোমার দিকে মুখ তুলতে আমার লজ্জা করে, কারণ, হে আমাদের
পরমেশ্বর, আমাদের শঠতা এতই বেড়েছে যে, তা আমাদের মাথাও ছাপিয়ে গেছে, আমাদের
অপরাধ আকাশছোঁয়াই হয়েছে! ৭ আমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বড়
অপরাধী হলাম; আমাদের শঠতার জন্য আমরা নিজেরা, আমাদের রাজারা ও আমাদের যাজকেরা,
সকলেই বিদেশী রাজাদের হাতে সমর্পিত হয়েছি; খড়্গা, বন্দিদশা, লুণ্ঠন ও অপমানের হাতেই
আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছে—যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। ৮ কিন্তু আজ, এই সম্প্রতিকালেই,
আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদের অবশিষ্ট
কয়েকজনকে রেহাই দিয়েছেন, তাঁর আপন পবিত্রধামে আশ্রয় দিয়েছেন, আর এইভাবে আমাদের
পরমেশ্বর আমাদের চোখ উজ্জ্বল করে তুলেছেন এবং আমাদের দাসত্বের মধ্যে আমাদের প্রাণকে
একটু স্বস্তি দিয়েছেন। ৯ কেননা আমরা দাস বটে, তবু আমাদের পরমেশ্বর আমাদের দাসত্বের
অবস্থায় আমাদের একা ফেলে রাখেননি, বরং পারস্য-রাজের দৃষ্টিতে আমাদের কৃপার পাত্র করে
তিনি আমাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগিয়েছেন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ
করে তার ধ্বংসাবশেষ সারিয়ে তুলতে পারি। তাছাড়া যুদায় ও যেরুসালেমে তিনি আমাদের একটা
আশ্রয়-প্রাচীর দিয়েছেন। ১০ কিন্তু এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, এর পরে আমরা কী বলব? আমরা
তো তোমার সেই আজ্ঞাগুলো ত্যাগ করেছি ১১ যা তুমি তোমার দাস নবীদের মধ্য দিয়ে এই বলে
প্রদান করেছিলে, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, দেশ-অধিবাসীদের অশুচিতার কারণে ও
তাদের জঘন্য কাজের কারণে সেই দেশ অশুচি; কেননা তারা দেশটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত তাদের মলিনতায় পরিপূর্ণ করেছে। ১২ তাই তোমরা তাদের ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের
মেয়েদের বিবাহ দেবে না, ও তোমাদের ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের নেবে না; তাদের সমৃদ্ধি
ও মঙ্গল বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা দেবে না, তবে তোমরাই শক্তিশালী হবে, তোমরাই দেশের উত্তম
ফল ভোগ করবে ও চিরকালের মত তোমাদের ছেলেদের জন্য একটা উত্তরাধিকার রেখে যাবে। ১৩
কিন্তু আমাদের সমস্ত দুষ্কর্ম ও আমাদের মহা অপরাধের কারণে আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটবার
পরে—যদিও, হে আমাদের পরমেশ্বর, তুমি আমাদের কতগুলো অপরাধ এক পাশেই সরিয়ে
দিয়েছ এবং রেহাই-পাওয়া এই লোকের দল আমাদের গঠন করতে দিয়েছ—১৪ হ্যাঁ, এইসব কিছুর
পরেও আমরা কি আবার তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, এই যে জাতিগুলো জঘন্য কাজে লিপ্ত,
তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করব? তাহলে তুমি কি আমাদের উপর এমনভাবেই ক্রুদ্ধ হবে না যে,
আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট বা রেহাই-পাওয়া কাউকেই না রেখে আমাদের বিলুপ্ত করবে? ১৫ প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি ধর্মময় বলেই আমাদের মধ্যে কয়েকজন রেহাই পেয়ে আজ পর্যন্ত
অবশিষ্ট রয়েছে। দেখ, আমাদের অপরাধ নিয়ে আমরা তোমার সামনে উপস্থিত; সেই অপরাধের
জন্যই আমরা তোমার সামনে দাঁড়াতে পারি না।'

১০ পরমেশ্বরের গৃহের সামনে প্রণত হয়ে এজরা যখন কাঁদতে কাঁদতে এইভাবে প্রার্থনা করছিলেন
ও এই সমস্ত কিছু স্বীকার করছিলেন, তখন ইস্রায়েলীয়দের এক বিরাট জনসমাবেশ—পুরুষ,
মহিলা ও ছেলেমেয়ে—তাঁর কাছে সমবেত হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। [২] আর তখন এলামের
সন্তানদের একজন—যেহিয়েলের সন্তান শেখানিয়া—এজরাকে উদ্দেশ করে একথা বলল, 'স্থানীয়
লোকদের মধ্য থেকে বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করায় আমরা আমাদের পরমেশ্বরের প্রতি
অবিশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু তবুও এবিষয়ে ইস্রায়েলের পক্ষে এখনও আশা আছে। [৩] সুতরাং আসুন,
আমাদের পরমেশ্বরের সামনে এই সন্ধি স্থির করি: প্রভু আমার, আপনার পরামর্শমত ও যারা
আমাদের পরমেশ্বরের আজ্ঞার সামনে কম্পিত, তাঁদের পরামর্শমত আমরা এই সকল বধূদের ও
তাদের গর্ভজাত ছেলেদের ফিরিয়ে দেব। তা বিধানমতেই করা হোক! [৪] তবে আপনি এবার উঠুন,
কারণ এ কাজের ভার আপনারই; আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তাহলে আপনি সাহস ধরে
কাজ চালিয়ে যান!' [৫] তখন এজরা উঠে প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও গোটা ইস্রায়েলকে এই
শপথ করালেন যে, তারা সেই কথামত কাজ করবে; তারা শপথ করল। [৬] তখন এজরা
পরমেশ্বরের গৃহের সামনে থেকে সরে গিয়ে এলিয়াসিবের সন্তান যেহোহানানের কামরায় গেলেন,
আর সেখানে কিছু রুটিও না খেয়ে ও জলও পান না করে সারারাত কাটালেন, কেননা নির্বাসন
থেকে ফিরে আসা লোকদের অবিশ্বস্ততার কারণে তিনি শোকপালন করছিলেন। [৭] পরে যুদা ও
যেরুসালেমের সব জায়গায় নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের কাছে এমনটি ঘোষণা করা হল,
তারা যেন যেরুসালেমে এসে সমবেত হয়; [৮] যে কেউ অধ্যক্ষদের ও প্রবীণদের মন্ত্রণাসভা অনুসারে
তিন দিনের মধ্যে আসবে না, তার সবকিছু বিনাশ-মানতের বস্তু হবে, ও নির্বাসন থেকে ফিরে আসা
লোকদের জনসমাবেশ থেকে তাকে বিচ্যুত করা হবে।

[৯] তখন যুদার ও বেঞ্জামিনের সমস্ত পুরুষলোক তিন দিনের মধ্যে যেরুসালেমে এসে সমবেত
হল: দিনটি নবম মাসের বিংশ দিন। পরমেশ্বরের গৃহের সামনে যে খোলা মাঠ, সেখানে বসে
গোটা জনগণ এই ব্যাপারের কারণে ও ভারী বৃষ্টির কারণে কাঁপছিল। [১০] তখন এজরা যাজক উঠে
তাদের বললেন, 'তোমরা অবিশ্বস্ত হয়েছ, বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করে ইস্রায়েলের অপরাধ
বাড়িয়েছ। [১১] সুতরাং এখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর স্তুতিবাদ কর, এবং
দেশ-অধিবাসীদের থেকে ও বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের থেকে নিজেদের পৃথক করায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ
কর।'

[১২] উত্তরে গোটা জনসমাবেশ উচ্চকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন, আমাদের সেইমত
করতে হবে। [১৩] কিন্তু এখানে লোক অনেক, তাছাড়া এখন বর্ষাকাল; বাইরে থাকা সম্ভব নয়। অন্য
দিকে এ এক দিনের বা দু'দিনের কাজ নয়, যেহেতু আমরা অনেকেই এবিষয়ে পাপ করেছি। [১৪]
তাই গোটা জনসমাবেশের হয়ে আমাদের অধ্যক্ষেরাই দাঁড়ান, এবং আমাদের শহরে শহরে যারা
বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছে, তারা এবং তাদের সঙ্গে প্রতিটি শহরের প্রবীণেরা ও
বিচারকেরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট সময়ে আসুক যে পর্যন্ত এবিষয়ে আমাদের পরমেশ্বরের জ্বলন্ত ক্রোধ
আমাদের কাছ থেকে দূর করে না দেয়।'

[১৫] কেবল আসাহেলের সন্তান যোনাথান ও তিক্‌বার সন্তান যাহেজইয়া এই প্রস্তাবের বিপক্ষে
দাঁড়াল, এবং মেশুল্লাম ও লেবীয় শাব্বেথাই এদের পক্ষ সমর্থন করল। [১৬] নির্বাসন থেকে ফিরে

আসা লোকেরা প্রস্তাব অনুসারে কাজ করল: তারা এজরা যাজককে এবং নিজ নিজ পিতৃকুল
অনুসারে ও প্রত্যেকের নাম অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েকজন কুলপতিকে বেছে নিল, আর এঁরা দশম
মাসের প্রথম দিনে বিষয়টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন, ১৭ এবং প্রথম মাসের প্রথম দিনে
বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বিবাহিত পুরুষদের বিষয়টা পরীক্ষা করা শেষ করলেন।

দোষীদের তালিকা

১৮ যে যাজকেরা বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছিল, তাদের মধ্যে এই সকল লোক ছিল:
যেহোসাদাকের সন্তান যে যেশুয়া, তাঁর সন্তানদের ও ভাইদের মধ্যে মাসেইয়া, এলিয়েজের,
যারিব ও গেদালিয়া। ১৯ এরা নিজ নিজ স্ত্রী ত্যাগ করবে বলে কথা দিল, এবং তাদের অপরাধের
জন্য সংস্কার-বলিরূপে পাল থেকে একটা করে ভেড়া উৎসর্গ করল;

২০ ইম্মেরের সন্তানদের মধ্যে: হানানি ও জেবাদিয়া;

২১ হারিমের সন্তানদের মধ্যে: মাসেইয়া, এলিয়, শেমাইয়া, যেহিয়েল ও উজ্জিয়া;

২২ পাশ্হুরের সন্তানদের মধ্যে: এলিওয়েনাই, মাসেইয়া, ইসমায়েল, নেথানেয়েল, যোসাবাদ ও এলেয়াসা;

২৩ লেবীয়দের মধ্যে: যোসাবাদ, শিমেই, কেলিটীয় বলে পরিচিত কেলাইয়া, পেথাহিয়া, যুদা ও এলিয়েজের;

২৪ গায়কদের মধ্যে: এলিয়াসিব;

দ্বারপালদের মধ্যে: শাল্লুম, টেলেম ও উরি;

২৫ ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে:

পারোশের সন্তানদের মধ্যে: রামিয়া, ইজ্জিয়া, মাল্কিয়া, মিয়ামিন, এলেয়াজার, মাল্কিয়া ও বেনাইয়া;

২৬ এলামের সন্তানদের মধ্যে: মাত্তানিয়া, জাখারিয়া, যেহিয়েল, আব্দি, যেরেমোৎ ও এলিয়;

২৭ জাত্তুর সন্তানদের মধ্যে: এলিওয়েনাই, এলিয়াসিব, মাত্তানিয়া, যেরেমোৎ, জাবাদ ও আজিজা;

২৮ বেবাইয়ের সন্তানদের মধ্যে: যেহোহানান, হানানিয়া, জাব্বাই ও আৎলাই;

২৯ বানির সন্তানদের মধ্যে: মেশুল্লাম, মাল্লুক, আদাইয়া, যাশুব, শেয়াল ও যেরেমোৎ;

৩০ পাহাৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে: আদ্না, কেলাল, বেনাইয়া, মাসেইয়া, মাত্তানিয়া, বেজালেল, বিন্নুই ও মানাসে;

৩১ হারিমের সন্তানদের মধ্যে: এলিয়েজের, ইস্সিয়া, মাল্কিয়া, শেমাইয়া, সিমেয়োন, ৩২ বেঞ্জামিন,
মাল্লুক ও সেমারিয়া;

৩৩ হাসুমের সন্তানদের মধ্যে: মাত্তেনাই, মাত্তাত্তা, জাবাদ, এলিফেলেট, যেরেমাই, মানাসে ও শিমেই;

৩৪ বানির সন্তানদের মধ্যে: মাদাই, আম্রাম, উয়েল, ৩৫ বেনাইয়া, বেদিয়া, কেলুহ্, ৩৬ বানিয়া,
মেরেমোৎ, এলিয়াসিব, ৩৭ মাত্তানিয়া, মাত্তেনাই ও যাসাই;

৩৮ বিন্নুইয়ের সন্তানদের মধ্যে: শিমেই, ৩৯ শেলেমিয়া, নাথান ও আদাইয়া;

৪০ মাক্নাদ্‌বাইয়ের সন্তানদের মধ্যে: শাশাই, শারাই, ৪১ আজারেল, শেলেমিয়া, সেমারিয়া, ৪২

শাল্লুম, আমারিয়া ও যোসেফ;
৪৩ নেবোর সন্তানদের মধ্যে: যেইয়েল, মাত্তিথিয়া, জাবাদ, জেবিনা, ইয়াদ্দাই, যোয়েল ও বেনাইয়া।
৪৪ এই সকলে বিজাতীয় স্ত্রী নিয়েছিল ও তাদের মধ্য দিয়ে সন্তানও লাভ করেছিল।